অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো



ঢাকা, সোমবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ১৩ ফাল্গুন ১৪১৪, ১৭ সফর ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১১০, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৩৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র
- অর্থ ও বাণিজ্য
- মহানগর

ফিচার পাতা

- রস+আলো

## বিশাল বাংলা

সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ | পরের সংবাদ

# মানিকগঞ্জে কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রমে মামলা ও সামাজিক অপরাধ কমেছে

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার বাঁচামারা গ্রামের আছির উদ্দিনের মেয়ে সাবিহা খাতুনের (২০) সঙ্গে একই গ্রামের সোলেমানের প্রেমের সম্পর্ক হয় এক বছর আগে। পরে সাবিহাকে বিয়ে করতে সোলেমান অস্বীকার করলে বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। থানা থেকে বিষয়টি মীমাংসার জন্য স্থানীয় কমিউনিটি পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিউনিটি পুলিশের মীমাংসায় অবশেষে সাবিহাকে বিয়ে করেন সোলেমান। সাবিহা জানান, বিয়ের পর তাঁদের দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছে।

শুধু সাবিহা-সোলেমানের ক্ষেত্রেই নয়, কমিউনিটি পুলিশের হস্তক্ষেপে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় নিষ্পত্তি হচ্ছে সামাজিক অপরাধ, কমছে মামলার সংখ্যা; এমনকি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ অংশে দুর্ঘটনাও কমে গেছে কমিউনিটি ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায়।

পুলিশ সুপারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, 'পুলিশই জনগণ, জনগণই পুলিশ' স্লোগান সামনে রেখে গত বছরের অক্টোবর থেকে জেলায় কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। চার মাসে জেলার দুটি পৌরসভাসহ ৬৫টি ইউনিয়নে কমিউনিটি পুলিশের এক হাজার ২৮৭টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদের মূল কাজ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি জেলাকে মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে পুলিশকে সহায়তা করা।

দৌলতপুরের শ্যামপুর গ্রামের মোহাম্মদ ইসলামের সঙ্গে প্রতিবেশী জহির উদ্দিনের সীমানা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। ৮ ফেব্রুয়ারি ইসলাম সীমানাসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। থানা থেকে বিষয়টি মীমাংসা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় কমিউনিটি পুলিশের ওপর। ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই এলাকার কমিউনিটি পুলিশের প্রধান মোশাররফ হোসেন উভয় পক্ষকে নিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেন। ইসলাম ও জহির প্রথম আলোকে জানান, কমিউনিটি পুলিশের হস্তক্ষেপে তাঁরা মামলা, হয়রানি ও অর্থদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

এ পর্যন্ত পড়েছেন
২১৮৯৫৭
জন পাঠক

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর রেজাউল করিম বলেন, 'দুটি ঘটনায় মামলা হলে এক পক্ষের লোকজন গ্রেপ্তার হতো অথবা গ্রেপ্তার এড়াতে আদালত থেকে তাদের জামিন নিতে হতো। এরপর দীর্ঘদিন আদালতে মামলা চলত, উভয় পক্ষের অর্থ ব্যয় হতো। এভাবে হয়রানি ও অর্থদণ্ডের শিকার হয়ে একপর্যায়ে এলাকায় মীমাংসা হতো। কমিউনিটি পুলিশ সে কাজটিই করেছে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না দিয়ে।'

পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে গত বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত জেলায় নারী নির্যাতন মামলার সংখ্যা ছিল ৪৩; আর কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর গত বছরের অক্টোবর থেকে এ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত নারী নির্যাতন মামলা হয়েছে ২১টি। সামাজিকভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে ১০টির মতো ঘটনা। এ ছাড়া ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ সময়ে দুর্ঘটনাও কমে গেছে।





**Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.**
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
**Privacy Policy | Terms & Conditions**